ফললাভও অবশ্যই ঘটিবে। কিন্তু কর্ম্মবন্ধন-নিবৃত্তিরূপে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—"নিঃসঙ্গঃ" অনভিনিবেশযুক্ত অর্থাৎ অভিনিবেশশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিবে এবং ঈশ্বর-সন্তোষই পরম ফলরূপে মনে সঙ্কল্প রাখিবে, কিন্তু অন্য কোনও ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য লইয়া কর্ম্ম করিবে না। ইহাতে একটা প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, শাস্ত্র হইতে যে কর্ম্মের ফল—যাহা শুনা যায়, সেই কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে অবশ্যই সেই নির্দ্দিষ্ট ফলপ্রাপ্তি ঘটিবে। তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—"না", অর্থাৎ ভগবৎ সন্তোষার্থে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, তাহার ফল ঈশ্বর সন্তোষই হইবে ; অন্য ফল হইতে পারে না। তবে যে শাস্ত্রে ফলের কথা শুনা যায়, সেটি কেবল অজ্ঞজনের কর্ম্মেতে রুচি উৎপাদনের জন্য ঔষধপানে বালকদিগের খণ্ড লড্ডু কাদির লোভ প্রদর্শনের মত বুঝিতে হইবে। তৎপরে কর্ম্মানুষ্ঠানে অভিরুচির উদয় হইলে বেদের তাৎপর্য্য সম্যক্ সমালোচনা করিতে পারে, এবং সেই সমালোচনায় এই শ্রুতিসকল তাহার আলোচনার বিষয় হইয়া পড়ে। সেইসকল শ্রুতির অর্থ যথা—হে গার্গী ! যে জন এই অক্ষর পরমাত্মাকে না জানিয়া অর্থাৎ অনুভব না করিয়া ইহলোক হইতে চলিয়া যায়, সে জন কৃপণ অর্থাৎ আত্ম-বঞ্চক ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা বিভুচৈতন্যবিষয়ক জ্ঞানহীনজনের কৃপণতা এবং সেই এই পরমাত্মাকে ব্রাহ্মণগণ বেদানুবচনের দ্বারা জানিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি অনুষ্ঠানাদি করিয়া যথার্থতঃ পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন—ইত্যাদি প্রকারে শ্রুতির সমালোচনা করিয়া তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বেশ বুঝিতে পারিবেন যে—যজ্ঞাদি কর্ম্মের জ্ঞানেই পর্য্যবসান ; ইহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া নিষ্কামকর্ম্মেই প্রবৃত্তি জন্মিবে। অর্থাৎ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানে শাস্ত্রের যত আদেশ আছে, প্রত্যেক আদেশেরই মুখ্য তাৎপর্য্য—নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার অধিকারিতা লাভ করা।

অতএব "স্বর্গকামো যজেত" অর্থাৎ স্বর্গকাম হইয়া যাগ করিবে ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা স্বর্গকামনার কথা যে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য—যে জন স্বর্গলাভের জন্য হৃদয়ে কামনা রাখেন, তাহারই স্বর্গাদিপ্রাপ্তি ফলরূপে উপস্থিত হইবে। কিন্তু যে জন স্বর্গপ্রাপ্তি কামনা করেন না, তাঁহার স্বর্গাদি ফলরূপে উপস্থিত হইবে না। কিন্তু এইজন্য নিষ্কাম সাধক স্বভাবতঃই নৈষ্কর্ম্ম-সিদ্ধি অর্থাৎ ঐহিক পারলৌকিক সুখভোগে বিরক্ত হইয়া থাকে। যদি ঐরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইল, তাহা হইলে সর্ব্বশক্তিযুক্ত শ্রীভগবানে নিখিল কর্ম্ম সমর্পণ দ্বারা শ্রীভগবান সুপ্রসন্ন হইলে যে নিষ্কামভাব লাভ করিতে পারিবে, এ